তারিখ ... 6 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ২ ...

সমকাল

পাঠ্যবই ছাপায় বৈষম্যের শিকার দেশি মুদ্রণ শিল্প

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ করতে গিয়ে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন দেশীয় মুদ্রাকররা। একাধিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে মার খাচ্ছেন দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের (প্রিন্টিং প্রেস) মালিকরা। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের বিকাশমান এ শিল্প খাত।

মুদ্রাকররা বলছেন, প্রাথমিক স্তরের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপতে গিয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্রের কারণে ৬১ শতাংশ শুল্কবৈষম্যের শিকার হচ্ছে দেশীয় মুদ্রণশিল্প। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আন্তর্জাতিক দরপত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আর টিকতে পারছে না; এতে সরকারের রাজস্ব কমার পাশাপাশি দেশীয় এ শিল্পের বিকাশও হুমকির মুখে পড়েছে। এ জন্য সরকারের একমুখী ক্রয় নীতিমালাকে (পিপিআর) দুষছেন মুদ্রণশিল্প সমিতির নেতারা। তারা বলছেন, এই শিল্পকে রক্ষা করতে হলে পিপিআর সংশোধন করতে হবে অথবা পাঠ্যবই ছাপায় আন্তর্জাতিক টেন্ডার বাতিল করতে হবে।

এসব দাবি নিয়ে মঙ্গলবার পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের (লোটাস কামাল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এফবিসিসিআই ও মুদ্রণশিল্প সমিতির নেতারা। মন্ত্রী তাদের দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনায় নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

পাঠ্যবই ছাপায়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপানোর কাজে আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিল করার দাবিতে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর লিখিত আবেদন করেছে মুদ্রণশিল্প সমিতি। সমিতির নেতারা বলছেন, আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপার কাজে আমদানি করা বিভিন্ন মুদ্রণ উপকরণ বাবদ সরকারকে ৬১ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এরসঙ্গে নানা ধরনের কর এবং চার্জও দেওয়া লাগে। অপরদিকে, একই দরপত্রে অংশ নেওয়া বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো চার্জ দেওয়া লাগে না। আবার, আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশ নেওয়া বিদেশি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের ছাপানো বই আমদানির জন্য এলসি খরচ, বীমা খরচ, সিঅ্যান্ডএফ চার্জ, যাবতীয় সরকারি শুল্ক বাবদ ৩১ শতাংশ ছাড়াও ব্যাংক কমিশন পরিশোধ করছে বাংলাদেশ সরকার তথা এনসিটিবি। ফলে অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না দেশীয় শিল্প। তারা বলছেন, চলতি বছর ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের ১০ কোটি ২৭ লাখের বেশি বই ছাপাতে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করেছে এনসিটিবি। দেশের প্রিন্টিং প্রেসগুলোর পাশাপাশি এবার ভারত ও চীনের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও টেন্ডারে অংশ নেবে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজ পেতে হলে ৬১ শতাংশ কম মূল্যেই এবার টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। কারণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৬১ শতাংশ শুল্ক দিতে হয় না। এমন পরিস্থিতিতে মুদ্রণশিল্প সমিতি লিখিতভাবে বলেছে, দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিল করতে হবে। না হলে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বিদেশি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তক আমদানি করলে আমদানিকারক হিসেবে এনসিটিবির পরিশোধ করা শুল্ক ও অন্যান্য চার্জ বাবদ যে ৩১ শতাংশ ব্যয় করা হয়, তা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মোট মূল্যের সঙ্গে যোগ করা অথবা দেশীয় দরদাতাদের কাছ থেকে ৩১ শতাংশ বাদ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান সমকালকে বলেন, 'বর্তমান পিপিআর অনুযায়ী কাজ করতে থাকলে একটা সময় দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।' তিনি বলেন, 'আমরা দুটি বিষয় চাচ্ছি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান করার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, বর্তমানে দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের যে সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তাতে আরও ১৫-২০ কোটি অতিরিক্ত বই ছাপানো সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সরকারের পলিসির কারণে যদি বিদেশি প্রতিষ্ঠান রাখতে হয়, তবে পিপিআর-এ যে বৈষম্য আছে, তা দূর করা দরকার। কারণ, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার দরকার। এই বিষয়গুলোই আমরা পরিকল্পনামন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি। তিনি বিষয়টির প্রয়োজনীতা বুঝেছেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং এনবিআরের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানাবেন।' তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন এফবিসিসিআইর ভাইস প্রেসিডেন্ট সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, দুইজন পরিচালক আমীন হেলালী ও হাসিনা নেওয়াজ। আরও ছিলেন মুদ্রণশিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত।

মুদ্রণশিল্প সমিতির নেতারা বলেন, পাঠ্যবই ছাপতে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বানের আর প্রয়োজন নেই। বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়ে তারা বলেন, এবারও (২০১৭ সালের) ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলো সময়মতো বই পৌঁছে দিতে পারেনি। জানুয়ারি ১ তারিখ বই দেওয়ার কথা থাকলেও গত মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলো বই দিয়েছে। এখনও দুটি উপজেলায় বই পৌঁছেনি। কিন্তু দেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠান এ কাজ করেনি।

নেতারা বলছেন, আন্তর্জাতিক টেন্ডার হওয়ার একমাত্র কারণ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংকের চাপ। বিশ্বব্যাংক প্রাথমিক স্তরের বই ছাপাতে মাত্র ৯ শতাংশ টাকা দেয়। অথচ এ টাকা দিয়ে প্রাথমিক বই ছাপার সব ধরনের প্রকিউরমেন্ট গাইড বিশ্বব্যাংকের শর্ত অনুযায়ী করতে হয়। গাইড অনুযায়ী বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ৩১ শতাংশের বেশি শুল্ক সুবিধার বিপরীতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে ১৫ শতাংশ সুবিধা দেওয়া হয়। অথচ এর মধ্য থেকে ৫ শতাংশ আয়কর কেটে নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১০ শতাংশ সুবিধাপ্রাপ্ত হয় দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এটি দেশীয় ও বিদেশি দরদাতার মধ্যে বৈষম্য ছাড়া আর কিছু নয়।